২.৩. নৈতিক ক্রিয়া : ঐচ্ছিক ক্রিয়া (Moral action :Voluntary action)

মানুষের ঐচ্ছিক ক্রিয়া বা স্বেচ্ছাকৃত কর্মই নৈতিক কর্ম। স্বেচ্ছাকৃত কর্ম কেবল মানুষের জীবনেই সম্ভব এবং মানুষের ঐ প্রকার কর্মই 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত নৈতিক কর্ম। **কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মানুষ যখন স্বেচ্ছায় এবং সচেতনভাবে কোন কর্ম করে তখন তাকে বলে 'ঐচ্ছিক' বা 'স্বেচ্ছাকৃত কর্ম'।** ঐচ্ছিক ক্রিয়ায় কর্মকর্তা বিচার-বিবেচনা পূর্বক একটি উপায় অবলম্বন করে কোন উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হয় এবং ঐ কাজের পরিণাম সম্বন্ধেও সচেতন থাকে। এসব কর্মের সঙ্গে 'পারার' স্বাধীনতা যুক্ত থাকে, কেননা এজাতীয় কাজ কর্মকর্তা যেমন 'করতে পারে' তেমনি 'না করেও থাকতে পারে'। **যে কাজ ব্যক্তি বাধ্য হয়ে করে না, স্বেচ্ছায় করে, সেই কাজের দায়ভার ব্যক্তিকেই বহন করতে হয়।** এ প্রকার স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মের ক্ষেত্রেই কর্মকর্তা তথা তার কর্মাদি নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু হতে পারে। স্বাধীন ইচ্ছাপ্রসূত কর্মই উচিতার্থক কর্ম। যে কাজ 'করতে পারার' বা 'না-পারার' স্বাধীনতা মানুষের থাকে, কেবল সেই কাজকেই 'উচিত-অনুচিত', 'ভাল-মন্দ' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা যায়। স্বেচ্ছাকৃত কর্মই সমাজ কর্তৃক 'ভাল' বলে প্রশংসিত হয় অথবা 'মন্দ' বলে নিন্দিত হয়।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ন্যায় **অভ্যাসজাত বা অভ্যস্ত ক্রিয়াও** (habitual action) **নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু,** অর্থাৎ অভ্যস্ত ক্রিয়াকেও 'ভাল-মন্দ' নৈতিক বিশেষণে বিশেষিত করা হয়। অভ্যাসজাত ক্রিয়ার মূলে হচ্ছে ঐচ্ছিক ক্রিয়া—বার বার অনুশীলনের ফলে ঐচ্ছিক ক্রিয়াই অভ্যাসসিদ্ধ অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ শুরুতে অভ্যাসজাত ক্রিয়াটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ারূপে থাকে, পরবর্তীকালে বার বার অনুশীলনের ফলে তা অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়। যেহেতু প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সূচনাতে ঐচ্ছিক, সেজন্য অভ্যাসজাত ক্রিয়ার জন্য কর্মকর্তাকে দায়বদ্ধ করা হয়। ধূমপায়ীর কাছে ধূমপান প্রথম অবস্থায় ঐচ্ছিক ক্রিয়া, স্বেচ্ছাকৃতভাবেই সে প্রথমে দু-একটা ধূমপান করে; কিন্তু বার বার ধূমপানের ফলে পরবর্তীকালে ধূমপান ধূমপায়ীর কাছে আর স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া থাকে না, অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় পরিণত হয়—ধূমপান না করে সে আর থাকতে পারে না। প্রথম অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃত ক্রিয়া হওয়ায় ধূমপায়ীর ধূমপান ক্রিয়াকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' রূপে বিচার করা যায়। প্রথম অবস্থায় অর্থাৎ সূচনাতে ধূমপান না করেও ধূমপায়ীর পক্ষে থাকা সম্ভব ছিল। এখনও, প্রচেষ্টা ও দৃঢ় সঙ্কল্পের দ্বারা ধূমপায়ী ধূমপানের অভ্যাসকে পরিত্যাগ করতে পারে। এ প্রকার 'পারার' স্বাধীনতা থাকায় কর্মকর্তার অভ্যাসজাত ক্রিয়াকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' রূপে বিচার করা যায়।

কাজেই, **স্বেচ্ছাকৃত কর্ম** (voluntary action) এবং **অভ্যাসজাত ক্রিয়াই** (habitual action) **হচ্ছে নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।**

২.৪. ঐচ্ছিক ক্রিয়ার বিশ্লেষণ : বিভিন্ন স্তর (Analysis of voluntary action : Different stages)

নির্দিষ্ট কোন অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য পূর্বসঙ্কল্প অনুসারে এবং ফলাফলের কথা চিন্তা করে অনুষ্ঠিত কর্মই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া। ঐচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার স্বকীয় সচেতন ইচ্ছার দ্বারা কর্মটি সম্পন্ন করে এবং ঐ ক্রিয়ার জন্য তাকে দায়-দায়িত্ব বহন করতে হয়। ঐচ্ছিক ক্রিয়াই নৈতিক বিচারের বিষয়বস্তু।

ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে তিনটি স্তর পাওয়া যায়। যথা— (১) **মানসিক স্তর** (Mental stage), (২) **দৈহিক স্তর** (Bodily stage), এবং (৩) **দেহ-বহির্ভূত স্তর বা বাহ্যস্তর** (External stage)

একটি উদাহরণ দিয়ে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার তিনটি স্তরকে বোঝান গেল—'পাঠ্যপুস্তক কেনা'। পাঠ্যপুস্তক কেনা একটি ইচ্ছাকৃত কর্ম, কেননা বইটি আমি কিনতে পারি আবার নাও কিনতে পারি, বইটি কেনা আমার কাছে বাধ্যতামূলক নয়, ইচ্ছাকৃত। এখানে মানসিক স্তরটি হল অভাববোধ। ঐ অভাববোধ থেকে বইটি কেনার আগ্রহ বা কামনা, সঙ্কল্প ইত্যাদি যা দেখা দেয় সে সবও মানসিক স্তরের অন্তর্গত। এবার, দ্বিতীয় স্তরে, বইটি কেনার জন্য আমার দৈহিক পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন হয়। বইটি কেনার জন্য আমাকে পায়ে হেঁটে অথবা ট্রামে বা বাসে করে বই-এর দোকানে যেতে হয়। বই-এর দোকানে যাবার জন্যে আমার শারীরিক পরিশ্রম, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন দৈহিক স্তরের অন্তর্গত। সর্বশেষে, বইটি কেনার ফলে আমার দেহ-মনের বাইরে যে জগৎ তার মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে—বইটি দোকানে যে স্থান

ছিল তা শূন্য হয় এবং আমার বাড়ির শূন্য টেবিলে বইটি স্থান পায়। বাহ্যজগতের এসব পরিবর্তন বাহ্যস্তরের অন্তর্গত।

স্বেচ্ছাকৃত কর্মের বিভিন্ন স্তরগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা গেল :

(১) মানসিক স্তর (Mental Stage) :

মানসিক স্তরের আবার বিভিন্ন স্তর অর্থাৎ উপস্তর আছে। যথা—

(ক) কর্মের উৎস : অভাববোধ (Spring of action : Feeling of want) :

ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস হল অভাববোধ। অভাববোধ মাত্রই বেদনাদায়ক। বেদনাদায়ক অভাববোধই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস। এই অভাববোধ বাস্তব বা বর্তমানের হতে পারে, আবার কাল্পনিক বা ভবিষ্যতের হতে পারে; নিজের জন্য হতে পারে, আবার অপরের জন্যও হতে পারে। 'পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার এখনই প্রয়োজন' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে বাস্তব বা বর্তমানের। 'সামনের পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য বইটি আমার পরে প্রয়োজন হবে' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে কাল্পনিক বা ভবিষ্যতের। তেমনি 'বইটি আমার নিজের পড়ার জন্যে প্রয়োজন' এই অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে নিজের প্রয়োজনে অভাববোধ; আর 'বইটি আমার বন্ধুর পড়ার জন্যে প্রয়োজন'এমন অভাববোধ থেকে বইটি কিনতে গেলে অভাববোধটি হবে পরের জন্য অভাববোধ। তবে, অভাববোধের প্রকৃতি যাই হোক না কেন তা সর্বদাই বেদনাদায়ক। **অভাবজনিত এই বেদনা বা অস্বস্তিবোধই ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল উৎস।**

(খ) লক্ষ্য (The end) :

অভাববোধ থেকে দেখা দেয় সেই বস্তু-কল্পনা যা ঐ অভাবের নিরাশ ঘটাতে পারে। এই বস্তুই হচ্ছে স্বেচ্ছাকৃত কর্মের **কাম্যবস্তু বা লক্ষ্যবস্তু**, যাকে পাবার জন্যে কর্মটি করা হয়। **অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যুক্ত না হলে ঐচ্ছিক কর্ম সম্পন্ন হতে পারে না।** বইটি যে পাঠ্যপুস্তকের—এমন ধারণা আমার না হলে পাঠ্যপুস্তক সংগ্রহের জন্যে আমি সচেষ্ট হতে পারি না। পাঠ্যপুস্তকের ধারণাই (লক্ষ্যবস্তুর ধারণা) আমাকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(গ) কামনা (Desire) :

অভাববোধের সঙ্গে লক্ষ্যবস্তুর ধারণা যুক্ত হলে যে মানসিক অবস্থার উৎপত্তি হয় তাকেই বলে 'কামনা'। লক্ষ্যবস্তু লাভের কামনা জাগ্রত না হলে ঐচ্ছিক-ক্রিয়া নিষ্পন্ন হতে পারে না। কামনার মধ্যে থাকে এক প্রকার তাড়না—লক্ষ্যবস্তু লাভের তাড়না বা ব্যাকুলতা এবং এই ব্যাকুলতাই ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(ঘ) কামনার দ্বন্দ্ব (Conflict of Desires) :

মানুষের জীবনে কামনার অন্ত নেই এবং একই সঙ্গে একাধিক কামনা দেখা দিতে পারে। অনেক কামনার পরিতৃপ্তি সাধারণত একসঙ্গে সম্ভব হয় না বলে কোন একটি কামনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে অন্যান্য কামনাগুলিকে মন থেকে সরিয়ে রাখতে হয়। এরই ফলে **কামনার জগতের একাধিক কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বিরোধের সূত্রপাত হয়।** পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্যে একটা বই কেনা, চলতি শীতের জন্যে একটা ছাতা কেনা, একজোড়া জুতো কেনা—এসব বিভিন্ন কামনা একই সঙ্গে দেখা

দিতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এখন যা টাকা আছে তাতে একটি কামনার পরিতৃপ্তি সম্ভব হলেও সবগুলির পরিতৃপ্তি সম্ভব হতে পারে না। কাজেই, কামনার গুরুত্ব অনুসারে, আমাকে ঐ সব বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন একটিকে বেছে নিয়ে বাকীগুলিকে সাময়িকভাবে বাতিল করতে হয় এবং তার ফলে আমার কামনার জগতের একাধিক কামনাগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। **মানুষ মাত্রই কামনার জগতের এই বিরোধের সম্মুখীন হয়।**

(ঙ) বিবেচনা (Deliberation) :

বিভিন্ন কামনার মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিলে **বিচার-বিবেচনাপূর্বক কামনাগুলির আপেক্ষিক গুরুত্ব বা মূল্য নির্ধারণ করতে হয়।** বর্তমান অবস্থায় কোন্ কামনাটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, কোনটির ফলাফল বেশী মূল্যবান—ইত্যাদি বিবেচনাপূর্বক কোন একটি কামনাকে নির্বাচন করে তারই পরিতৃপ্তির জন্যে সচেষ্ট হতে হয়। অবশ্য কামনার নির্বাচন সকলে একইভাবে করে না। নির্বাচন নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ওপর। দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিক প্রবণতা অনুসারে ব্যক্তি বিশেষ কোন একটি কামনাকে—বই কেনার, অথবা ছাতা কেনার, অথবা জুতো কেনার কামনাকে অগ্রাধিকার দেয় ও বাকী কামনাগুলিকে সাময়িকভাবে বাতিল করে।

(চ) মনোনয়ন ও নিষ্পত্তি (Decision and Resolution) :

কামনার দ্বন্দ্বে মন যখন বিভিন্ন কামনার মধ্যে কোন একটিকে **মনোনীত করে অর্থাৎ বেছে নেয় তখন সকল দ্বন্দ্বের অবসান বা নিষ্পত্তি হয়।** এমন অবস্থায় ব্যক্তি তার নির্বাচিত কামনার বস্তুটিকে লাভ করবার জন্যে দৃঢ়সংকল্প হয় এবং মানসিক স্তরের এখানেই অবসান ঘটে।

(২) দৈহিক স্তর (Bodily stage) :

মানসিক স্তরের অবসানের পর, সঙ্কল্পকে কর্মে পরিণত করার জন্যে দৈহিক পরিবর্তনের, অঙ্গ-সঞ্চালনের, প্রয়োজন হয়। কি প্রকার অঙ্গ-সঞ্চালন প্রয়োজন তা কর্মকর্তা সচেতনভাবে নির্ধারণ করে। কামনার প্রকৃতি অনুসারে দৈহিক পরিবর্তনেরও ভিন্নতা হয়। কামনার বিষয় পাঠ্যপুস্তক হলে দেহকে বই-এর দোকানে, ছাতা হলে ছাতার দোকানে, জুতো হলে জুতোর দোকানে দেহকে চালিত করতে হয়।

(৩) দেহ-বহির্ভূত স্তর বা বাহ্যস্তর (External stage) :

দৈহিক ক্রিয়ার ফলে বহির্জগতে কিছু পরিবর্তন ঘটে। যেমন, পাঠ্যপুস্তক কেনার পর বইটি আর দোকানে থাকে না, আমার পড়ার ঘরে স্থান লাভ করে। লক্ষ্যবস্তু লাভ করা, লক্ষ্যসিদ্ধির জন্যে বিশেষ উপায় অবলম্বন করা, ইষ্ট বা অনিষ্ট ফল লাভ করা—এসবও বাহ্যজগতে পরিবর্তন ঘটায়।

যে কোন স্বেচ্ছাকৃত কর্ম বা ঐচ্ছিক ক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে উপরোক্ত তিনটি স্তর পাওয়া যায়—মানসিক স্তর, দৈহিক স্তর এবং বাহ্যস্তর।

২.৫. কামনার বিশ্লেষণ (Analysis of Desire)

কোন কিছুর অভাববোধ থেকে, সেই বস্তুকে লাভ করে তৃপ্ত হবার জন্য যে মানসিক ব্যাকুলতা বা উত্তেজনা দেখা দেয়, তাকে বলে 'কামনা'। অন্যভাবে বলা যায়, এখন যা

আয়ত্তে নেই তাকে পাবার জন্য যে মানসিক চাঞ্চল্য বা উত্তেজনা, তাই কামনা। চাওয়ার বস্তুটি আয়ত্তে না থাকলে ব্যক্তির মনে এক অস্বস্তিবোধ দেখা দেয় এবং ঐ অস্বস্তিবোধ থেকে মুক্ত হবার জন্য সে কাম্যবস্তুটিকে পেতে চায়। কামনা এক জটিল মানসিক প্রক্রিয়া, যাকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি উপাদান পাওয়া যায়। যথা— (১) **জ্ঞানাত্মক উপাদান** (Cognitive element), (২) **অনুভূতিমূলক উপাদান** (Affective element) এবং (৩) **কর্ম-প্রবণতামূলক উপাদান** (Conative element)।

(১) জ্ঞানাত্মক উপাদান (Cognitive element) :

জ্ঞানাত্মক উপাদানগুলি হল— (ক) অভাব সম্পর্কে চেতনা; (খ) অভাবটি দূর করতে পারে এমন কোন বস্তুর অর্থাৎ **কাম্যবস্তুর ধারণা**; (গ) কাম্যবস্তু লাভের উপায় সম্পর্কে ধারণা, যে উপায়টি আবার সৎ হতে পারে, অসৎও হতে পারে; (ঘ) কাম্যবস্তুটি লাভ করে তৃপ্তি পাওয়া যাবে—এমন এক ভবিষ্যতের সুখের প্রত্যাশা বা কল্পনা। এই প্রত্যাশার মাত্রা যত তীব্র হয়, কামনার তীব্রতাও তত বৃদ্ধি পায়; (ঙ) সর্বোপরি, 'কামনা' বলতে শুধু সুখ-দুঃখ বেদনা মিশ্রিত কাম্যবস্তুর ধারণাকেই বোঝায় না, কাম্যবস্তুটি যে ব্যক্তি-বিশেষের কাছে ইষ্ট এমন চেতনাও কামনার মধ্যে থাকে।[১]

(২) অনুভূতিমূলক উপাদান (Affective element) :

অনুভূতিমূলক উপাদানগুলি হল— (ক) অভাববোধ থেকে জাত **বেদনাদায়ক অনুভূতি**,— কাম্যবস্তুটি আয়ত্তে না থাকার জন্য এক **অপ্রীতিকর অনুভূতি**; (খ) ভবিষ্যৎ চিন্তায় প্রীতিকর অনুভূতি। 'কাম্যবস্তুটি লাভ করলে ভবিষ্যতে তৃপ্ত হওয়া যাবে'—এমন চিন্তা করে কাল্পনিক সুখানুভূতি। বেদনাদায়ক বাস্তব অনুভূতি ও কাল্পনিক সুখানুভূতির মধ্যে প্রথমটির গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত বেশী, কেননা বেদনাদায়ক বাস্তব অনুভূতি থেকেই কাম্যবস্তু লাভের জন্য কর্ম-প্রবৃত্তি দেখা দেয়, যা ব্যক্তিকে কর্মে প্রবৃত্ত করে।

(৩) কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক উপাদান (Conative element) :

কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক উপাদান হল— (ক) কাম্যবস্তু লাভ করার জন্য কর্ম-প্রবৃত্তি; (খ) কর্মের মাধ্যমে কর্ম-প্রবৃত্তির প্রকাশ; (গ) কাম্যবস্তু লাভ না করা পর্যন্ত কর্মের মধ্য দিয়ে প্রবৃত্তির প্রকাশ।

কামনার অন্তর্গত এই তিনটি উপাদানের মধ্যে শেষোক্ত **কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক** উপাদানটিই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এই উপাদানটি ঐচ্ছিক ক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। এই কর্ম-প্রবৃত্তিমূলক দিকটির জন্যই কামনাকে ঐচ্ছিক ক্রিয়ার মূল 'উৎস' বা 'ভিত্তি' বলা হয়।

৩.১. নৈতিক বিচারের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য (Nature and characteristics of moral judgment)

'নৈতিক বিচার' (moral judgment) বলতে বোঝায়, মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের অর্থাৎ আচরণের ভাল-মন্দ বিচার। নৈতিক বাক্যে নৈতিক বিচার প্রকাশ পায়, কেননা নৈতিক বাক্য 'ভাল/মন্দ' বিশেষণযুক্ত। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মকে 'ভাল' অথবা 'মন্দ' অথবা ঐজাতীয় নৈতিক বিশেষণযুক্ত করে প্রকাশ করা হয়। অবশ্য 'ভাল','মন্দ' বিশেষণ যে সর্বদাই নৈতিক বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়, এমন নয়; 'ভাল', 'মন্দ' বিশেষণ অনৈতিক প্রসঙ্গেও ব্যবহৃত হতে পারে। জড়বস্তু, উদ্ভিদ, কীটপতঙ্গ, ইতর প্রাণী ইত্যাদি প্রসঙ্গে আমরা যে অনেক সময় 'ভাল-মন্দ' বিশেষণ প্রয়োগ করে থাকি তা অনৈতিক প্রয়োগ, নৈতিক প্রয়োগ নয়। আমরা বলি, 'এই ঘড়িটা ভাল, ওটা মন্দ', 'এই আমটা ভাল, ওটা মন্দ', 'এই কুকুরটা ভাল, ওটা মন্দ' ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে 'ভাল-মন্দ' নৈতিক বিশেষণ নয়। মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মেরই (অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়াও যার অন্তর্ভুক্ত) কেবল নৈতিক বিচার হয়।

যখন আমরা মানুষের কোন স্বেচ্ছাকৃত কর্মকে নৈতিক বিশেষণে অর্থাৎ 'ভাল-মন্দ' জাতীয় বিশেষণে বিশেষিত করি তখন প্রকৃতপক্ষে আমরা কি বোঝাতে চাই? প্রশ্নটিকে এভাবেও করা যায়—'ভাল-মন্দ' বিশেষণযুক্ত নৈতিক বাক্যের অন্তর্নিহিত অর্থ কি? অধ্যাপক লিলির (Lillie) মতে,[১] 'ভাল', 'যথোচিত' ইত্যাদি নৈতিক বিশেষণের মাধ্যমে আমরা সাধারণত চারটি বিষয়কে বোঝাতে চাই—(ক) **মূল্য**(value), (খ) **বাধ্যতাবোধ** (obligatoriness), (গ) **নৈতিক উপযুক্ততা** (moral fittingness) এবং (ঘ) **নিরপেক্ষতা** (objective validity)। মানুষের যেসব আচরণকে আমরা 'ভাল' বলি তখন আমরা এটাই বোঝাতে চাই যে, ঐ কাজের মধ্যে উল্লিখিত চারটি বৈশিষ্ট্যের কোন একটি বা একাধিক, বা সবগুলি বৈশিষ্ট্যই থাকতে পারে।

(ক) মূল্য (value) : যখন আমরা বলি 'ক কাজটি ভাল' তখন আমরা এটাই বোঝাতে চাই যে, 'ক কাজটির মূল্য আছে, কার্যফলের ওপর নির্ভর না করে ক কাজটি স্বতোমূল্যবান' অথবা এমনও বোঝাতে চাই যে 'ক কাজটির ফল বা পরিণাম স্বতোমূল্যবান'।

১. An Introduction to Ethics, Lillie

(খ) বাধ্যতাবোধ (Obligatoriness) : যখন আমরা বলি, 'ক কাজটি ভাল' তখন আমরা এটাও বোঝাতে চাই যে, 'কাজটি করা উচিত' বা 'কাজটি কর্তব্যকর্ম'। ঔচিত্য বা কর্তব্যবোধের সঙ্গে 'দায়িত্ববোধ' যুক্ত থাকে। যে কাজকে আমরা 'উচিত কাজ' বা 'কর্তব্যকর্ম' বলে মনে করি সেই কাজ করতে আমরা 'দায়বদ্ধ' থাকি—যদিও ঐ দায়িত্ব যে আমরা সর্বদা পালন করি, এমন নয়। সত্যভাষণ 'উচিতকর্ম' জেনেও সত্যভাষণের দায় আমরা সর্বদা বহন করি না, কখনো কখনো ঐ দায়কে এড়িয়ে চলি, অর্থাৎ মিথ্যা বলি। তবে, ঔচিত্যবোধের সঙ্গে যে দায়িত্ববোধও যুক্ত থাকে, একথা কোন বিবেকবান মানুষ অস্বীকার করতে পারেন না। এজন্যই নৈতিক বাক্যকে অনেকে 'অনুজ্ঞা-জ্ঞাপকবাক্য' বলেছেন। নৈতিক বাক্যে কিছুটা আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি প্রকাশ পায়। অবশ্য এই আদেশ বা অনুজ্ঞা **প্রথম পুরুষে** প্রযুক্ত হয়। এই বাধ্যতাবোধের জন্যই দার্শনিক কান্ট নৈতিক বিধিকে 'নিঃশর্ত আদেশ বা অনুজ্ঞা' বলেছেন। এই বাধ্যতাবোধ আসে ব্যক্তির অন্তর থেকে বিবেকের নির্দেশে।

(গ) নৈতিক উপযুক্ততা (moral fittingness) : যখন আমরা বলি, 'ক কাজটি ভাল' তখন আমরা আবার এটাও বোঝাতে চাই যে, 'বিশেষ এক পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ঐ কাজটিই একমাত্র উপযুক্ত কাজ'। যখন বলি, 'সত্য কথা বলা ভাল' তখন আমাদের কথার অর্থ এমন নয় যে সত্যকথা বলার ফল বা পরিণাম মূল্যবান, কেননা পরিণাম মূল্যবান না হলেও ঐ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় আমরা সত্যভাষণকে যথোচিত বলেই মনে করি। এখানে আমাদের কথার অর্থ হল— 'ঐ অবস্থায় সত্য ভাষণই যথোচিত বা উপযুক্ত কাজ'। সত্যভাষণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপযুক্ত হলেও, সর্বক্ষেত্রে নয়। যেমন, রূপকথার কাহিনীতে সত্যভাষণ যথোচিত নয়।

(ঘ) নিরপেক্ষতা (Objective validity) : যখন আমি বলি, 'ক কাজটি ভাল' তখন আমি এটাও বোঝাতে চাই যে, 'ক কাজটি কেবল আমার কাছেই ভাল নয়, সকলের কাছেই ভাল'। নৈতিক 'ভালত্ব' ব্যক্তিবিশেষের পছন্দ-অপছন্দের ওপর, নিন্দা-প্রশংসার ওপর নির্ভর করে না, নৈতিক 'ভালত্ব' ব্যক্তি-নিরপেক্ষ সার্বিক ভালত্ব। যা আমার কাছে 'ভাল' হবে তা সবার কাছেই 'ভাল' হবে। নৈতিক 'ভালত্ব' হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজ-নিরপেক্ষ এক পরমাদর্শ এবং ঐ আদর্শের নিরিখেই আমরা মানুষের স্বেচ্ছাকৃত কর্মের ভাল-মন্দ বিচার করি।

43) উপযোগবাদ কাকে বলে? উপযোগবাদের প্রধান প্রবক্তা কে?

উঃ উপযোগবাদ অনুসারে, সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখই নৈতিকতার মানদণ্ড। যে কাজের ফলে সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক সুখ উৎপন্ন হয়, সেই কাজ হচ্ছে ন্যায় বা অনুমোদিত। আর যে কাজের ফলে সর্বাধিক ব্যক্তির সর্বাধিক সুখের পরিবর্তে সর্বাধিক দুঃখ উৎপন্ন হয় সেই কাজ হচ্ছে অন্যায় বা অনুচিত। অর্থাৎ উপযোগিতাই হচ্ছে নৈতিক বিচারের মানদণ্ড।

উঃ জেরেমি বেন্থাম প্রবক্তা জন স্টুয়ার্ট মিল।

44) উপযোগবাদ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ অধ্যাপক ফ্রাঙ্কেনা তাঁর 'Ethics' গ্রন্থে তিন প্রকার উপযোগবাদের উল্লেখ করেছেন।

যথা – 1) কর্ম উপযোগবাদ
2) সাধারণ উপযোগবাদ
3) নিয়ম "

16) সমাজউদারতাবাদ কি?

সমাজউদারতাবাদ অনুসারে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] উন্নয়ন কাজে ও সামাজিক [illegible] [illegible] উদারতাবাদীদের অনুসারে [illegible] নিশ্চিত করতে হবে।

সমাজউদারতাবাদ হল এমন [illegible] মতবাদ, [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] অর্থনৈতিক উদারতাবাদীদের [illegible] করতে [illegible] - অর্থনৈতিক [illegible] - [illegible] - [illegible], [illegible] অর্থনৈতিক [illegible] [illegible] করতে [illegible] [illegible] [illegible] নিয়ন্ত্রিত হবে।

[illegible] [illegible] [illegible] হলো [illegible] [illegible] - [illegible] অনুষ্ঠিত হয়।

47) [illegible]
[illegible]

[illegible], [illegible] [illegible],
[illegible], [illegible], [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]।

45) নিম্নচাপবলয় কি?
নিরক্ষীয় [illegible] নিম্নচাপবলয় হচ্ছে
[illegible] [illegible] [illegible],
এবং [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] উষ্ণ হয়,
ঐ [illegible] [illegible]
[illegible] হওয়ায়, [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] হয়।

ভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থক।

• 39. (i) What is Rule utilitarianism ? (ii) Who are its main advocates ?

উত্তর : (a) নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ কি? : নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ হচ্ছে এক প্রকার ফলমুখী বা উদ্দেশ্যমুখী মানদণ্ড—যার ভিত্তিতে কোনো কর্মের ন্যায়/অন্যায় বিচার, ঐ কর্মটি যে নিয়ম অনুসারে সম্পাদিত হয়েছে সেই নিয়ম প্রয়োগের ফলে উৎপাদিত সর্বাধিক কল্যাণ/অকল্যাণ দ্বারা নির্ধারিত হয়।

(b) নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের বৈশিষ্ট্য (Main tenets) গুলি কী? : কোনো বিশেষ পরিস্থিতিতে, কোনো ব্যক্তির একটি নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি পালনের ফলে সর্বাধিক কল্যাণ উৎপন্ন না হলে ঐ বিশেষ প্রতিশ্রুতি পালন না করা অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা অন্যায় হয় না—এরূপ বক্তব্য স্বীকার করতে হয় কর্মভিত্তিক উপযোগিতাবাদের ক্ষেত্রে। কিন্তু নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ গ্রহণ করলে এই অসুবিধা থাকে না, কারণ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতিভঙ্গ সর্বাধিক কল্যাণ উৎপন্ন না করলেও, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার নিয়মটি সাধারণভাবে সবক্ষেত্রেই সর্বাধিক কল্যাণ উৎপাদন করে। সুতরাং প্রতিশ্রুতি পালনের নিয়ম অনুসারে কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে প্রতিশ্রুতি পালন, নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ অনুসারে ন্যায় বা যথোচিত বলে গণ্য হয়।

(c) নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ অনুসারে নৈতিক অবধারণটি কীরূপ হবে? : নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ অনুসারে নৈতিক অবধারণের আকারটি হবে—'আমাদের **সর্বদাই সত্যকথা** বলা উচিত (ন্যায়) সকলের সর্বাধিক কল্যাণের জন্য। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ কর্মের উপযোগিতার (সর্বাধিক কল্যাণ উৎপাদন) পরিবর্তে ঐ কর্মবিষয়ক নিয়মের উপযোগিতার কথা বলা হয়। স্পষ্টত নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ সর্বজনীনতার নীতিটিকে (Principle of universalizability) গ্রহণ করে।

(d) কয়েকজন নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থকের নাম বল। : নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের সমর্থক হলেন—রিচার্ড ব্রানডট (R. Brandt), জন রলস (J. Rawls) এবং বার্কলি (Berkeley)।

• 40. What are different types (kinds) of rule-utilitarianism ? (নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের বিভিন্ন প্রকারগুলি কি?)

উত্তর : ফ্রাঙ্কেনা তিন শ্রেণির (প্রকারের) নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের কথা বলেছেন :

(i) আদি নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (Primitive rule utilitarianism/P.R.U.)

(ii) বাস্তব-নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (Actual rule utilitarianism (A.R.U.) এবং

(iii) আদর্শ নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (I.R.U.)

• **41. (a) আদি নিয়মভিত্তিক (Primitive Rule utilitarianism) উপযোগবাদ কী?**

উত্তর : সাধারণ উপযোগ (G.U.) অনুসারে নিয়মগুলি সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে, গুলিকে রূপায়িত করা হলে, — তাকে বলে আদিম নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (P.R.U.)— যেমন নির্বাচনের দিনে ভোট দেওয়া।

(b) বাস্তব নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (Actual Rule utilitarianism) কী?

উত্তর : সাধারণভাবে যে সমস্ত নিয়ম গৃহীত হয়, সেই নিয়মগুলিকে মান্য করার বা পালন করার ফলে সর্বোচ্চ কল্যাণ হলে, সেই নিয়ম অনুসারে কর্ম সম্পাদন করা হচ্ছে ন্যায় এবং সেই নিয়ম পালন না করা হলে কর্মটি বা কাজটি হচ্ছে অন্যায়— এটি হচ্ছে বাস্তব নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (A.R.U.)।

(c) আদর্শ নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদ (Ideal Rule utilitarianism) এর দুটি প্রকার কী?

উত্তর : আদর্শ নিয়মভিত্তিক উপযোগবাদের দুটি রূপ আছে। (i) প্রথম প্রকারে কোনো কাজ ন্যায় (যথোচিত) হবে যদি এবং কেবল যদি সেই কাজটি এক শ্রেণির নিয়মকে মেনে চলে (conformity) সর্বাধিক উপযোগিতা উৎপন্ন হবে। (ii) দ্বিতীয় প্রকারে কোনো কাজ ন্যায় হবে যদি এবং কেবল যদি সেই কাজটি এক শ্রেণির **নিয়ম অনুসারে সম্পন্ন** হলে (conforms) এবং ঐ নিয়মগুলি সাধারণভাবে গৃহীত হলে সর্বাধিক উপযোগিতা পাওয়া যাবে।

• **42. সাধারণ উপযোগবাদ (General Utilitarianism) কী?**

উত্তর : এই মত অনুসারে একটি পরিবেশে কোনো একজনের যদি একটি কাজ ভালো বলে গণ্য হয় তাহলে ঐ একই পরিবেশে অন্যান্য সকল ব্যক্তির কাজও ভালো বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে কোনো বিশেষ পরিস্থিতি বা নিয়মের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় না। কিন্তু সর্বজনীনতার তত্ত্বকে স্বীকার করা হয়। এর সমর্থক হচ্ছেন **M. G. Singer.**